বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৩-২০১৪

প্রথম খণ্ড

[ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা/ অফিস সমূহের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব সম্পর্কিত]

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়নপত্র	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচেছদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	২-৩
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
৬.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
৭.	অডিটের সুপারিশ	৬
৮.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচেছদসমূহ)	৭
৯.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১ হতে ১০	৮-২৩
১০.	মহাপরিচালক এর স্বাক্ষর	২৩

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট,১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্টটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হল।

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল,
বাংলাদেশ

তারিখঃ ১৩/১০/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২৬/০১/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) এর অধীনস্থ কতিপয় অফিস, বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস), বিটিসিএল এর সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তিতে আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনয়ন করা এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল), বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস), বিটিসিএল এর সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ডাক বিভাগের আর্থিক বিষয়গুলি অডিট করা হয়েছে; বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক অনিয়মের সামগ্রিক চিত্র নয়। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) এর অধীনস্থ কতিপয় অফিস, বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস), বিটিসিএল এর সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি দূরীকরণের মাধ্যমে বর্তমান অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়ে আনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা ও মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত
(কল্যাণী তালুকদার)
মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

তারিখ ঃ ১৯/০১/২০১৭

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস), বিটিসিএল এর সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগ।

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	২	৩
***	**বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)**	
০১	ক্যাজুয়াল/ মাষ্টাররোল শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে অপচয়।	২,৩১,৭৫,৩৮৪/-
০২	ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে অপচয়।	১৯,৯৯,৭২৬/-
০৩	টেলিফোন লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বহিরাগত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান/ শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে অপচয়।	১৫,১৭,৪৪০/-
০৪	টেলিটক এর নিকট অফিস ভবন ভাড়া বাবদ অনাদায়ী।	১,০০,৭৮,৩৪৪/-
***	**বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস)**	
০৫	টেলিটক কাজে Strategic Partner এর সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী Strategic Partner কে অগ্রীম দেয়ার প্রভিশন না থাকা সত্ত্বেও টেশিস কর্তৃক অগ্রীম প্রদান	৪,০৫,০০,০০০/-
০৬	ডিজিটাল PABX এবং ডিজিটাল PABX সরঞ্জাম ক্রয় বাবদ অনিয়মিত ব্যয়।	৩,৪৮,২১,৪৪৫/-
***	**বিটিসিএল এর সম্পদ ব্যবস্থাপনা**	
০৭	বিটিসিএল এর মালিকানাধীন ৫২.৬৭২৫ একর জমি অবৈধ দখলে, ২১৫.৮০ একর জমি আর্থিক বিবরণীতে কম প্রদর্শন, ৫২৬.৭২ একর জমি রেকর্ডভুক্ত/নামজারী না হওয়া, প্রকৃত জমির পরিমাণ অপেক্ষা বাস্তবে ৭.২৬৫ একর জমি কম এবং কড়াইল ও মহাখালী মৌজায় ৭.০৯৫২ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড ও রেজিষ্ট্রি করে অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে।	---
০৮	সম্পদ সংগ্রহ খাতে ০৫ টি নতুন গাড়ী ক্রয়ে ব্যয়।	৩,১৬,৫৮,০০০/-
০৯	বিটিসিএল এর ০৮(আট) টি গাড়ী ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যবহার করায় মেরামত ও জ্বালানী বাবদ অনিয়মিত ব্যয়।	২৬,৩৫,৪৫৪/-
***	**বাংলাদেশ ডাক বিভাগ**	
১০	প্রধান ডাকঘরের আওতাধীন ৩৯ টি বিও অফিসের ক্যাশ রেমিট্যান্স বাবদ প্রেরিত টাকা আত্মসাৎ।	১,২৩,৫৮,৮৭৫/-
	মোট =	**১৫,৮৭,৪৪,৬৬৮/-**

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল), বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দুর্বলতার কারণে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু বিষয়ক নিম্নলিখিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়ঃ

দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে বিটিসিএল এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে আর্থিক ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে। লক্ষ্য করা যায় যে, কেন্দ্রীয়ভাবে বিটিসিএল এর জমির হিসাব রাখার জন্য কোন রেজিস্টার/ লেজার সংরক্ষণ করা হয়নি। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চল/বিভাগ হতে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমির হিসাবের উপর মাঠ পর্যায় হতে মাসিক/বার্ষিক ভিত্তিক কোন রিপোর্ট/রিটার্ন সংগ্রহ করা হয়নি। বিটিসিএল কর্তৃপক্ষের দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে বিটিসিএল এর মালিকানাধীন প্রকৃত জমির পরিমাণ আর্থিক বিবরণীতে কম দেখানো হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমি ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড ও অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) এর অধীনস্থ অফিসসমূহ, বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস), বিটিসিএল এর সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি দূরীকরণের মাধ্যমে বর্তমান অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়ে আনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণসহ প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থবছর	ঃ	২০১২-২০১৩ হিসাব সাল।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিঃ (বিটিসিএল), বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস), বিটিসিএল এর সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ ডাক বিভাগ।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	কমপ্লায়েন্স অডিট।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত এবং নভেম্বর ২০১৩ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন	ঃ	মহাপরিচালক, ডাক, টেলিযোগযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

১। সরকারী আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করা।

২। মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দের পূর্বে বরাদ্দের যৌক্তিকতা পরীক্ষা না করা।

৩। নিয়ম বহির্ভূতভাবে শ্রমিক নিয়োগ করে বিটিসিএল এর বিভাগীয় অফিসসমূহে টেলিফোন লাইন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে অর্থ ব্যয় করা।

৪। যথাযথভাবে ঠিকাদারী/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন না করা।

৫। বিভিন্ন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে অগ্রীম অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে সুনির্ধারিত নীতিমালা লংঘন করা।

৬। ভূ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে বিটিসিএল কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করা এবং বিশাল ভূ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে যথাযথ তদারকি ও মনিটরিং সিস্টেম চালু না থাকা।

৭। গাড়ী ক্রয় এবং ব্যবহার (মেরামত ও জ্বালানী খরচ) নীতিমালা অনুসরণ না করা।

৮। ভূ-সম্পত্তি হিসাব ও রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ না করা।

৯। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দুর্বলতা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

১। আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করা আবশ্যক।

২। বাজেট বরাদ্দের পূর্বে কেন্দ্রীয়ভাবে বাজেট বরাদ্দের যৌক্তিকতা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

৩। ক্যাজুয়াল শ্রমিক ও অন্যান্য বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৪। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দিয়ে কাজ করানোর ক্ষেত্রে পিপিআর/০৮ অনুসরণ করা আবশ্যক।

৫। বিভিন্ন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে অগ্রিম অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে সুনির্ধারিত নীতিমালা পালন করা আবশ্যক।

৬। ভূ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে বিটিসিএল কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা এবং বিশাল ভূ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে যথাযথ তদারকি ও মনিটরিং সিস্টেম চালু থাকা আবশ্যক।

৭। গাড়ী ক্রয় এবং ব্যবহার (মেরামত ও জ্বালানী খরচ) নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।

৮। ভূ-সম্পত্তি হিসাব ও রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করা আবশ্যক।

৯। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং - ০১ ঃ

শিরোনাম ঃ ক্যাজুয়াল/মাস্টার রোল শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ২,৩১,৭৫,৩৮৪/- টাকা অপচয়।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) এর অধীনস্থ ১২ টি আঞ্চলিক অফিসের ২০১২-২০১৩ হিসাব সালের ক্যাশ বহি, বাজেট বরাদ্দ নথি, মাসিক ব্যয় বিবরণী ও বিল ভাউচার সমূহ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ক্যাজুয়াল শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ২,৩১,৭৫,৩৮৪/-টাকা **(পরিশিষ্ট -১(ক) সংযুক্ত)** অপচয় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

(১) Posts & Telegraphs Initial Accounts Code (পিএন্ড টি আই এ সি) দ্বিতীয় খন্ডের ধারা ৫২৮,৫২৯ ,৫৩০ ও ৫৩৪ অনুযায়ী দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করতে হলে প্রাক্কলন প্রণয়ন পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং অবশ্যই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত কার্যাদেশ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে বিবরণীতে উল্লিখিত শ্রমিকদেরকে প্রাক্কলন বা সিডিউলের কাজের জন্য জারীকৃত কার্যাদেশের বিপরীতে নিয়োগ করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও লাইনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য আপত্তিকৃত ক্যাজুয়াল/মাষ্টার রোল শ্রমিক ছাড়াও সারা বছরই বিপুল সংখ্যক শ্রমিক খাটানো হয় এবং Accounts Current General-17 (এসিজি-১৭) এর মাধ্যমে দৈনিক মজুরী পরিশোধ করা হয়।

(২) বিটিটিবি এর দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য মাষ্টার রোল প্রথা পুনঃ প্রবর্তন প্রসঙ্গে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিগত ০১/০৯/১৯৯৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত এবং চেয়ারম্যান, বিটিটিবি এর ১৩/১০/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের আদেশ নং- বিটিটিবি কল্যাণ/০১-৭/৯৪ (অংশ) এর মাধ্যমে ০১/০৭/১৯৯৭ খ্রিঃ তারিখের পূর্বের দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিকদেরকে ওয়ার্কচার্জভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত তারিখের পর আর কোন ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ নেই। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-পিটি/শাখা-৬/১ই(তার-৭)/৯৭-৪৭৬ তারিখঃ ১৪/০৯/১৯৯৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমেও ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

(৩) প্রতিটি অফিসের সংস্থাপনে নিজস্ব নিয়মিত জনবল ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ওয়ার্কচার্জড কর্মচারী সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে মাসের পর মাস অযৌক্তিকভাবে মজুরী পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ থাকায় জরুরী মেরামত কাজ করানোর জন্য ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। বিটিসিএল এর বিভিন্ন অফিসের সংস্থাপনে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বিভাগীয় নিয়মিত জনবল ছাড়াও পর্যাপ্ত সংখ্যক ওয়াকচার্জড শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। অধিকন্তু টেলিফোন লাইনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য সর্বদাই ঠিকাদারের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ইউনিট কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে বহিরাগত শ্রমিক খাটানো হচ্ছে ও Accounts Current General-17 (এসিজি-১৭) ফরমে মজুরী পরিশোধ করা হচ্ছে।

- আপত্তির বিবরণীতে উল্লিখিত অন্যান্য অনিয়মের ব্যাপারে কোন জবাব প্রদান করা হয় নাই।
- বিষয়গুলোকে ১৯-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২৩-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ২৭-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন মীমাংসামূলক জবাব পাওয়া যায়নি **(বিস্তারিত- পরিশিষ্ট -১(ক)** ।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

অবিলম্বে ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করতঃ আপত্তির সমর্থনে প্রণীত বিবরণীতে উল্লিখিত ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধের নামে অর্থ ব্যয়কে অপচয় হিসেবে গণ্য করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় এবং সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ০২ ঃ

শিরোনাম ঃ ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ১৯,৯৯,৭২৬/- টাকা অপচয়।

বিবরণঃ

- বিটিসিএল এর অধীনস্থ বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন ২২ টি বিভাগীয় অফিসের ২০১২-২০১৩ হিসাব সালের ক্যাশ বহি, সিডিউল নথি, প্রাক্কলন নথি এবং Accounts Current Engineering-2 (এসিই-২) বিল ভাউচারসমূহ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ১৯,৯৯,৭২৬/- টাকা অপচয় করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট -২(খ) সংযুক্ত)**।

অনিয়মের কারণঃ

- পিএন্ডটি ম্যানুয়াল খন্ড-১০ এর ৪৫৭ ধারা মোতাবেক, টেলিফোন সিস্টেম বন্ধ থাকার স্বপক্ষে ইন্টারাপশান/স্ট্যাটাস রিপোর্ট থাকতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায়নি। টেলিফোন খারাপ সংক্রান্ত কোন গ্রাহকের অভিযোগ নথিপত্রে পাওয়া যায়নি।
- সিডিউল ও বিলে মেরামত কাজের পরিমাণ উল্লেখ নেই। পিএন্ডটি ম্যানুয়াল খন্ড-১০ এর প্যারা ১৯১ ও ১৯২ এবং Engineering-3 (ইএনজি-৩) এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রকৃতপক্ষে কতজন শ্রমিক আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা হয়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত কাজে পাকা রাস্তা কর্তন দেখানো হলেও রাস্তা কর্তনের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন অনুমতি নেয়ার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। বিটিসিএল এর পত্র নং-২-১/২০০৮/১১০ তারিখঃ ০৯/০৮/১০ মোতাবেক বিটিআরসি এর পূর্বানুমতি/অনাপত্তি পত্র/ছাড়পত্র ব্যতীত টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য রাস্তা খনন কাজে অনুমতি না দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রসমূহে রাস্তা খননের পূর্বে বিটিআরসি এর অনুমতি গ্রহণের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত কাজে ভান্ডারের কোন মালামাল ব্যবহার করা হয়নি। Posts & Telegraphs Initial Accounts Code (পিএন্ড টি আই এ সি) খন্ড-২ এর আর্টিক্যাল-৫২৩ মোতাবেক নগদ ও ভান্ডারের সংমিশ্রণে ব্যয় করার বিধান থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে শুধু নগদে অর্থ ব্যয় দেখানো হয়েছে। ভান্ডার ব্যবহার করা হয়নি।
- বিধি মোতাবেক মেরামত কাজে ব্যবহৃত নতুন মালামাল এসিই-৮ এ এবং পুরানো অকেজো মালামাল এসিই-৯ এ লিপিবদ্ধ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসরণ করা হয়নি যা Posts & Telegraphs Initial Accounts Code (পিএন্ড টি আই এ সি) ২য় খন্ডের ৫০৭, ৫০৮ এবং ৫১৪ ধারার পরিপন্থী।
- কোন স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল এর ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ইকোমিটার/ বিকোমিটারের সাহায্যে ত্রুটির স্থান নির্ণয়পূর্বক মেরামত করা সম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে শত শত মিটার রাস্তা খনন করার এবং বিপুল পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

  বর্ণিত অনিয়মসমূহ হতে প্রমাণিত হয় যে, ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে আদৌ কোন বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ করা হয়নি। শুধুমাত্র আর্থিক সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে বিল ভাউচার প্রস্তুত করতঃ Accounts Current General-17 (এসিজি-১৭) এর মাধ্যমে শ্রমিকের মজুরি পরিশোধ ও অন্যান্য ব্যয় দেখানো হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু নষ্ট টেলিফোনসমূহ সচল রাখার স্বার্থে এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে উক্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। বিটিসিএল এর বিভিন্ন বিভাগীয় অফিসের সংস্থাপনে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিয়মিত জনবল ছাড়াও পর্যাপ্ত সংখ্যক ওয়ার্কচার্জড শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।
- আপত্তির বিবরণে উল্লিখিত অন্যান্য অনিয়মের ব্যাপারে প্রমাণকসহ কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।
- বিষয়গুলোকে ২৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৯-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ২৭-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৭-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন মীমাংসামূলক জবাব পাওয়া যায়নি (বিস্তারিত-পরিশিষ্ট-২ (খ)।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আলোচ্য ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী বাবদ অর্থ পরিশোধকে অপচয় হিসাবে গণ্য করতঃ দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৩ ঃ

শিরোনাম ঃ টেলিফোন লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বহিরাগত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান/ শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ১৫,১৭,৪৪০/- টাকা অপচয়।

বিবরণঃ

- বিটিসিএল এর অধীনস্থ বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিসের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৮টি বিভাগীয় অফিসের ২০১২-২০১৩ হিসাব সালের ক্যাশ বহি, সিডিউল নথি, জরুরী অস্থায়ী রেজিস্টার এবং Accounts Current_Engineering-2 (এসিই-২) বিল ভাউচারসমূহ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, টেলিফোন লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিক/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ১৫,১৭,৪৪০/- টাকা অপচয় করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট - ৩(গ) সংযুক্ত)**।
- বিস্তারিত নিরীক্ষাকালে সিডিউলসমূহ ও Accounts Current_Engineering-2 (এসিই-২) বিল ভাউচারসমূহে দেখা যায় যে, বিভাগীয় অফিস সমূহের বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকার ওভারহেড ক্যাবলের ক্রটি মুক্তকরণ, বাকা পোস্ট সোজা করা, ক্যাবল ডিপি উপর থেকে নিচে নামানো, ক্রটি নির্ণয়, ক্রটি মুক্ত করে ক্যাবল পুনরায় উপরে উঠানো, ডিপির সাথে বাধা, লেভেলিং করা, ড্রপ ওয়ারের জয়েন্টকরণ কাজ দেখিয়ে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধ দেখানো হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- কোন এলাকার টেলিফোন লাইন খারাপ/ ক্রটিযুক্ত থাকলে পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ১০ম খন্ডের ৪৫৭ নং ধারা অনুসারে ক্রটির স্বপক্ষে ইন্টারাপশান রিপোর্ট/ প্রতিবেদন থাকতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায়নি।
- সিডিউল ও বিলে মেরামত কাজের পরিমাণ উল্লেখ নেই।
- পিএন্ডটি ম্যানুয়াল খন্ড-১০ এর প্যারা ১৯১ ও ১৯২ এবং Engineering-3 (ইএনজি-৩) এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রকৃতপক্ষে কতজন শ্রমিক আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত মেরামত কাজে Posts & Telegraphs Initial Accounts Code (পিএন্ড টি আই এ সি) ভলিউম-২ আর্টিক্যাল-৫২৩ এবং পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ১০ম খন্ডের ১১৭ ধারা মোতাবেক নগদ ও ভান্ডারের সংমিশ্রণে ব্যয় করার বিধান থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি। বিধি মোতাবেক মেরামত কাজে ব্যবহৃত নতুন মালামাল এসিই-৮ এ এবং পুরানো অকেজো মালামাল এসিই-৯ এ লিপিবদ্ধ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসরণ করা হয়নি যা Post & Telegraph Initial Accounts Code ২য় খন্ডের ৫০৭, ৫০৮ এবং ৫১৪ ধারার পরিপন্থী।
- টেলিফোন লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বিভাগসমূহে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ নিয়মিত জনবল ছাড়াও পর্যাপ্ত সংখ্যক ওয়ার্কচার্জড কর্মচারী রয়েছে। সুতরাং বাইরের অদক্ষ শ্রমিক/বহিরাগত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দিয়ে এই কাজ করানো সম্ভব নয় এবং যুক্তিযুক্ত নয়। বর্ণিত অনিয়ম থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বহিরাগত শ্রমিক দ্বারা আদৌ কোন কাজ করানো হয়নি। শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে বিল ভাউচার প্রস্তুতপূর্বক Accounts Current General-17 (এসিজি-১৭) এর মাধ্যমে শ্রমিক মজুরী পরিশোধ দেখানো হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ইউনিট অফিসারের স্টোর হতে প্রয়োজনীয় ভান্ডার ইস্যু করা হয়ে থাকে। Engineering-3 (ইএনজি-৩) অনুসারে শ্রমিক সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ভান্ডারজাত মালামাল ব্যবহারের কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- জবাবে বর্ণিত অন্যান্য অনিয়ম সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।
- বিষয়গুলোকে ১৯-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২৩-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩-১১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ২৭-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৭-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন মীমাংসামূলক জবাব পাওয়া যায়নি (বিস্তারিত-পরিশিষ্ট-৩ (গ)।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ ব্যয়কে অপচয় হিসাবে গণ্য করে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৪ ঃ

শিরোনাম ঃ টেলিটকের নিকট অফিস ভবন ভাড়া বাবদ ১,০০,৭৮,৩৪৪/- টাকা অনাদায়ী ।

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোং লিঃ (বিটিসিএল) অফিসের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় প্রকৌশলী টিটিসি তেজগাঁও, ঢাকা অফিসের ২০১২-২০১৩ হিসাব সালের ক্যাশ বহি, বাজেট বরাদ্দ নথি, মাসিক ব্যয় বিবরণী ও প্রশিক্ষণ ভবনের ভাড়া সংক্রান্ত নথিপত্রসমূহ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, টেলিটকের নিকট অফিস ভবন ভাড়া বাবদ ১,০০,৭৮,৩৪৪/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে। **(পরিশিষ্ট -৪ (ঘ) সংযুক্ত)**
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিভাগীয় প্রকৌশলী টিটিসি তেজগাঁও, ঢাকা অফিসের প্রশিক্ষণ ভবনের ৯টি কক্ষের ৯৩৩.১৮ বর্গমিটার জায়গায় মাসে প্রতি বর্গ মিটারে ৩০০/- টাকা হারে ১৪-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ থেকে টেলিটককে ভাড়া দেওয়া হয়েছে।
- ভাড়া চুক্তি মোতাবেক অদ্যাবধি টেলিটক কর্তৃক কোন ভাড়া পরিশোধ করা হয়নি। ফলে ভাড়া বাবদ ১৪-১২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ১৩-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত তিন বছরের মোট ১,০০,৭৮,৩৪৪/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- বকেয়া ভাড়া আদায়ের জন্য বিটিসিএল কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তিন বছরের ভাড়া অনাদায়ী রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে জবাব পাওয়ার পর নিরীক্ষা অফিসকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- আপত্তিকৃত অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধান যথাসময়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে ১৯/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে কোন জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে ২১/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ১০/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন মীমাংসামূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অবিলম্বে টেলিটকের নিকট হতে অনাদায়ী অর্থ আদায় করতঃ সরকারী কোষাগারে জমা করা প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৫ ঃ

শিরোনাম ঃ টেলিটক কাজে Strategic Partner এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী Strategic Partner কে অগ্রিম দেয়ার প্রভিশন না থাকা সত্ত্বেও টেশিস কর্তৃক ৪,০৫,০০,০০০/- টাকা অগ্রিম প্রদান প্রসঙ্গে।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস), টঙ্গী, গাজীপুর অফিসের ২০১২-২০১৩ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, টেলিটক কাজে চুক্তিপত্রের শর্ত উপেক্ষা করে Strategic Partner কে ৪,০৫,০০,০০০/- টাকা অনিয়মিতভাবে অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, টেলিটক এর কাজে টাওয়ারের বিটিএস নির্মাণে এ.সি স্থাপন কাজে টেশিস টেন্ডারের মাধ্যমে বহিরাগত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান টেকনো ট্রেড ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে একটি চুক্তিনামা সম্পাদন করে। উক্ত চুক্তি পত্রের শর্তে ২ (খ) মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ১ বছর ৬ মাস Running Capital হিসাবে ৩,০০,০০,০০০/- (তিন কোটি) টাকা প্রদান করবে। কিন্তু শর্ত অনুযায়ী ১ বছর ৬ মাস সময়ের পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান টেকনো ট্রেড ইঞ্জিনিয়ারিংকে কোন অগ্রিম প্রদানের অবকাশ নেই। উল্লেখ্য চুক্তির তারিখ ২৫/০৬/২০০৯ খ্রিঃ। তদানুযায়ী ১ বছর ৬ মাস পূর্ণ হয় ২৪/০১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে। কিন্তু দেখা যায় যে পূর্ববর্তী বছরের অগ্রিম অসমন্বিত থাকা সত্ত্বেও ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরেও উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে শর্ত ভঙ্গ করে ৪,০৫,০০,০০০/- টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে যা একটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম **(পরিশিষ্ট - ৫(ঙ) সংযুক্ত)**।

অনিয়মের কারণঃ

- চুক্তি অনুযায়ী অগ্রিম দেওয়ার প্রভিশন না থাকা সত্ত্বেও অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। অগ্রিম প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ব্যাংক গ্যারান্টি নেয়া হয়নি। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন ট্রেড লাইসেন্সও পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর ২-জি এবং ৩- জি প্রকল্পের জন্য সময়সীমা এবং টাকা নির্ধারণ করা থাকলেও দুর্গম অঞ্চলে সময়মত সাইট না পাওয়া, বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে বিলম্ব হওয়া ইত্যাদি কারণে উক্ত প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের কাজ এখনো চলমান। সেহেতু প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ প্রাপ্ত বিলসমূহ থেকে সমন্বয় করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। চুক্তি অনুযায়ী অগ্রিম দেওয়ার প্রভিশন না থাকা সত্ত্বেও অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে। অগ্রিম প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ব্যাংক গ্যারান্টি নেয়া হয়নি। এমনকি উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোন ট্রেড লাইসেন্স পাওয়া যায়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে ০৯/০৯/২০১৪ তারিখে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২০-১০-২০১৪ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৯/১২/২০১৪ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- কোন নিয়মাবলী/নীতিমালা অনুসরণ না করে এবং কোন প্রকার শর্ত আরোপ না করে এরূপ অগ্রিম প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ অতিসত্ত্বর অগ্রিম সমন্বয় করে প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৬ ঃ

শিরোনাম ঃ ডিজিটাল PABX এবং ডিজিটাল PABX সরঞ্জাম ক্রয় বাবদ ৩,৪৮,২১,৪৪৫/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস), টঙ্গী, গাজীপুর অফিসের ২০১২-১৩ হিসাব সালের ক্যাশ বহি, মেইন লেজার, বাজেট ও ব্যয় বিবরণী নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ডিজিটাল পিএবিএক্স এবং ডিজিটাল পি এ বি এক্স সরঞ্জাম ক্রয় বাবদ (৯,৯৮,০৮২+ ৩,৩৮,৮৩,৩৬৩) = ৩,৪৮,২১,৪৪৫/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ।

- বিস্তারিত পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, PABX এর সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য কোন দরপত্র আহ্বান করা হয়নি। ক্রয়ের স্বপক্ষে ২টি L/C Payment Statement 2012-2013 দেখানো হয় যাতে L/C No 12010138 তারিখ ২০-১২-২০১২ এর বিপরীতে ২,০৪,৫৪,২৭৭/- টাকা এবং L/C No 12010134 তারিখ ২০-১২-২০১২ এর বিপরীতে ৩৬,৭০,০৪১/- টাকা পরিশোধ দেখানো হয়েছে। আলোচনা ও সরবরাহকৃত রেকর্ড পত্র পর্যালোচনা করে জানা যায় শেরেবাংলা নগর বিটিসিএল এক্সচেঞ্জ, পুলিশ বিভাগ এর জন্য ২৫০ লাইনের সেটসহ Node Exchange বসানোর কাজ এবং চট্টগ্রাম বন্দরে SKD PABX সংস্থাপন কাজের জন্য ও ষ্টোরে মজুদ করার জন্য NEC, Asia Pacific Ltd, No-1 Maritime Square # 12-10, Harbourfront, Singapore থেকে ২ দফায় মালামাল ক্রয় করা হয়।
- ১ম পর্যায়ে NEC,Asia Pacific, Singapore এর Proforma Invoice No. MPBX -0007/2012, Date- 5/4/2012 মোতাবেক চট্টগ্রাম বন্দরে কাজের জন্য সর্বমোট ২,০৪,৫৪,২৭৭/- টাকা মূল্যের PABX মালামাল ক্রয় করা হয়। ২য় পর্যায়ে আবার একই প্রতিষ্ঠানের Proforma Invoice No. MPBX -0062/2012, Date - 19/11/2012 মোতাবেক ক্রয় আদেশ নং FP/796/2012-2013, Date - 05/12 /2012 এর মাধ্যমে DMP শেরে বাংলা Node Exchange এর জন্য C&F USD 43.100 অর্থাৎ ৩৫,৪২,৮২০/- টাকা এবং অন্যান্য পরিশোধ ১,২৭,২২১/- টাকা সহ সর্বমোট ৩৬,৭০,০৪১/- টাকার SKD PABX এর সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়।

অনিয়মের কারণঃ

- ২০১২-১৩ অর্থ বছরে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানে কতগুলি PABX স্থাপন/সংযোজন করা হয়েছে তার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সকল রেকর্ড পত্র পাওয়া যায়নি।
- কোন প্রকার দরপত্র আহ্বান না করে সরাসরি কার্যাদেশের মাধ্যমে একক প্রতিষ্ঠান থেকে PABX এর মালামাল ক্রয় করা হয়েছে যা পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৬(১) এর পরিপন্থী। জরুরী পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সংকট মোকাবেলায় উল্লিখিত বিধির তফসিল-২ এ বর্ণিত মূল্যসীমা প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের জন্য সেবা ও মোট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরাসরি চুক্তি (Direct Contracting) এর পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে পিপিআর বিধিমালা অনুসরণ করা হয়নি।
- কোন ক্ষেত্রেই SKD PABX সরঞ্জামাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হস্তান্তর/ গ্রহণ ও কাজ বুঝিয়ে দেয়ার স্বপক্ষে প্রমাণাদি পাওয়া যায়নি যা জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ ১৫৫ এর পরিপন্থী। উল্লিখিত বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত সকল দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ গ্রহণের সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গণনা, পরিমাণ বা ওজন (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) করতে হবে এবং একজন দায়িত্বশীল সরকারি অফিসারের কাজে ন্যস্ত করতে হবে, যিনি সঠিক পরিমাপ এবং ভাল গুণগতমান দেখিয়া এ সম্পর্কে একটি

...্যায়ন লিপিবদ্ধ করবেন। ভান্ডার গ্রহণকারী অফিসারকে এমর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে যে, তিনি ভান্ডার সামগ্রী বাস্তবে গ্রহণ করেছেন এবং সেগুলি যথাযথভাবে স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

- এছাড়া ৩,৪৮,২১,৪৪৫ - (২,০৪,৫৪,২৭৭.৮১+৩৬,৭০,০৪১.৯৯) = ১,০৬,৯৭,১২৫.২০ টাকা ব্যয়ের স্বপক্ষে কোন রেকর্ড পত্র পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ডিজিটাল PABX এর নথি পত্র যাচাই সাপেক্ষে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বর্ণিত ক্রয় কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান না করা এবং PABX ও PABX সরঞ্জামাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হস্তান্তর/গ্রহণ ও কাজ বুঝিয়ে না দেয়ার কোন ব্যাখ্যা জবাবে প্রদান করা হয়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে ৯-৯-২০১৪ তারিখে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ২০-১০-২০১৪ তারিখে তাগিদ পত্র এবং ৯-১২-২০১৪ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ ব্যয়কে সরকারি/সংস্থার অর্থের অপচয় হিসাবে গণ্য করতঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৭ ঃ

শিরোনাম ঃ বিটিসিএল এর মালিকানাধীন ৫২.৬৭২৫ একর জমি অবৈধ দখলে,২১৫.৮০ একর জমি আর্থিক বিবরণীতে কম প্রদর্শন, ৫২৬.৭২ একর জমি রেকর্ডভুক্ত/নামজারী না হওয়া, প্রকৃত জমির পরিমাণ অপেক্ষা বাস্তবে ৭.২৬৫ একর জমি কম এবং কড়াইল ও মহাখালী মৌজায় ৭.০৯৫২ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড ও রেজিষ্ট্রি করে অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) এর ২০১২-২০১৩ সনের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে জমির হিসাব ও রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বিটিসিএল এর মালিকানাধীন ৫২,৬৭২৫ একর জমি অবৈধ দখলে,২১৫.৮০ একর জমি আর্থিক বিবরণীতে কম প্রদর্শন, ৫২৬.৭২ একর জমি রেকর্ডভুক্ত/নামজারী না হওয়া, প্রকৃত জমির পরিমাণ অপেক্ষা বাস্তবে ৭.২৬৫ একর জমি কম এবং কড়াইল ও মহাখালী মৌজায় ৭.০৯৫২ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড করে অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে। অনিয়ম সমূহ নিম্নরূপঃ-

(ক) ১২টি টেলিযোগাযোগ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন অফিসের আওতাধীন জমির হিসাব ও রেকর্ডপত্র নিরীক্ষা/বাস্তব পরিদর্শনে দেখা যায়, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) এর অধিগ্রহণকৃত/মালিকানাধীন মোট ৫২.৬৭২৫ একর জমি বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-৭(চ)(১)**।

(খ) ১৪টি টেলিযোগাযোগ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন অফিস,টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) এবং টেলিকম স্টাফ কলেজ (টিএসসি) এর আওতাধীন জমির হিসাব এবং রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) এর অধিগ্রহণকৃত/মালিকানাধীন প্রকৃত জমির পরিমাণ অপেক্ষা মোট ২১৫.৮০ একর জমি কম হিসাবভুক্ত করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-৭(চ) (২)**। অর্থাৎ কেন্দ্রীয়ভাবে বিটিসিএল এর হিসাবভুক্ত (আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত)মোট জমির পরিমাণ ১৭৪৩.১৩২৮ একর এবং মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষায় সর্বমোট পরিমাণ ১৯৫৮.৯৩৩৭৩ একর। ফলে (১৯৫৮.৯৩৩৭৩-১৭৪৩.১৩২৮)= ২১৫.৮০ একর জমি কেন্দ্রীয়ভাবে কম হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) এর আওতাধীন জমির অফিস ভিত্তিক হিসাব ও রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় দেখা যায়, বিটিসিএল এর অধিগ্রহণকৃত/মালিকানাধীন মোট ৫২৬.৭২ একর জমি বিটিসিএল এর নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারী করা হয়নি **(পরিশিষ্ট-৭(চ)(৩)**।

(ঘ) ঢাকা টেলিযোগাযোগ অঞ্চল (উত্তর) এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় প্রকৌশলী, অভ্যন্তরীণ ট্রাংক ও এসটিডি টঙ্গী বিভাগের আওতাধীন ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) এর মালিকানাধীন জমির প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা বাস্তবে এবং বিভাগীয় হিসাবে ৭.২৬৫ একর জমি কম পাওয়া যায়।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, টঙ্গী থানার মাছিমপুর মৌজায় দাগ নং-১৫৮ জমির পরিমাণ ২.২৩ একর এবং দাগ নং-১৬৪ জমির পরিমাণ ৮.৯৮ একর অর্থাৎ ২ দাগে মোট ১১.২১ একর জমি আরএস পর্চা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে "টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ডাইরেক্টরেট" এর নামে রেকর্ডকৃত।

কিন্তু বাস্তবে অভ্যন্তরীণ ট্রাংক ও এসটিডি টঙ্গি বিভাগের আওতায় টঙ্গী থানার মাছিমপুর মৌজায় দাগ নং-১৫৮ এবং দাগ নং- ১৬৪ দুই দাগে মোট জমির পরিমাণ ৩.৯৪৫ একর যা টঙ্গী পৌরসভার দ্বারা পরিমাপকৃত এবং বিভাগীয় হিসাবে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ফলে (১১.২১-৩.৯৪৫)= ৭.২৬৫ একর জমি বাস্তবে এবং বিভাগীয় হিসাবে কম পাওয়া যায়।

(ঙ) এল এ কেইস নং-১৭/৪৮-৪৯ এবং এল এ কেইস নং-১৭/৫৭-৫৮ এর মাধ্যমে কড়াইল মৌজায় বিটিসিএল এর অধিগ্রহণকৃত ১১৬.৭৭ একর জমির মধ্যে আর এস রেকর্ডে জনৈক ফজলুল হক এর নামে নতুন দাগ সৃজনের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তির নামে ৯.৬২ একর জমি রেকর্ড করা হয়। পরবর্তীতে সিটি জরিপে অবৈধভাবে দাগ সৃজনের মাধ্যমে ৬.৬৭৫৬ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড করা হয়। বর্ণিত জমির সি এস দাগগুলো বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) এর অধিগ্রহণকৃত জমির দাগ। উল্লেখিত ৬.৬৭৫৬ একর জমি ০৫-০৯-২০১০ পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি এম ইউসুফ আলী এর নামে অবৈধভাবে রেজিষ্ট্রি করা হয়।

এল এ কেইস নং-১৭/৪৮-৪৯ এবং এল এ কেইস নং-১৭/৫৭-৫৮ এর মাধ্যমে সাবেক টি এন্ড টি বোর্ডের নামে মহাখালী মৌজায় অধিগ্রহণকৃত জমির মোট ৪৮.০৪ একর জমির মধ্যে ০.৪১৯৬ (৪১.৯৬ শতাংশ) একর জমি বিভিন্ন ব্যক্তির নামে সিটি জরিপে অবৈধভাবে রেকর্ড করা হয়। (**পরিশিষ্ট-৭(চ)(৪)** এবং অবৈধভাবে রেকর্ডকৃত জমিতে পাকা বাড়ী/দালান কোঠা তৈরী করে বেদখল করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- বিপুল পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি রক্ষায় বিটিসিএল কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন না করা, যথাযথ তদারকী ও মনিটরিং সিস্টেম চালু না থাকায়।
- বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত Asset Verification রিপোর্টে জমির সঠিক ও যথাযথ হিসাবের প্রতিফলন না হওয়া।
- রেকর্ডভুক্ত ও নামজারীরকোন দায়িত্ব প্রাপ্ত বিভাগীয় অফিসসমূহের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করা এবং কেন্দ্রীয় এষ্টেট বিভাগের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে অনিয়মসমূহ সংঘটিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ও আইনগত কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তাছাড়া কতিপয় স্থানের অধিগ্রহণকৃত জমির গেজেট জারী না হওয়ায় এবং জমির দলিল পত্রাদি না পাওয়ায় রেকর্ডপত্রভুক্ত ও নামজারী করা সম্ভব হয়নি। এখানে আরও উল্লেখ্য, পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর নামে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬.৬৭৫৬ একর জমির কিছু অংশ পি ডব্লিউ ডি এবং কিছু অংশ বিটিসিএল এর দখলে আছে। এ বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করায় এ ধরণের অব্যবস্থাপনা তৈরী করার পথ সুগম করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানগণকে বিষয়টি অবহিত করা হলে তারা যে জবাব প্রদান করেন তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে ২০-০৪-২০১৪খ্রিঃ তারিখে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর বরাবরে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৬-৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং ১৪-৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিটিসিএল এর মালিকানাধীন জমি অন্য প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি মালিকানায় অবৈধভাবে দখলভুক্ত হওয়া, কম হিসাবভুক্ত/হিসাব বহির্ভূত রাখা, জমির রেকর্ড ও নামজারীবিহীন অবস্থায় ফেলে রাখা এবং জাল দলিল বাতিল না করার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক অবৈধ দখলাধীন জমি বিটিসিএল এর দখলে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ৮

শিরোনাম ঃ TO&E বহির্ভূত অতিরিক্ত ৪৫টি গাড়ী অনিয়মিতভাবে ব্যবহার করায় সরকারের ৩,১৬,৫৮,০০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) ঢাকা অফিসের ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে গাড়ী ক্রয় সংক্রান্ত নথি এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাই করে দেখা যায় যে, TO&E বহির্ভূত অতিরিক্ত ৪৫টি গাড়ী অনিয়মিতভাবে ব্যবহার করায় সরকারের ৩,১৬,৫৮,০০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-'৮' (ছ) সংযুক্ত)**।
- বিটিসিএল এর অর্গানোগ্রামভুক্ত গাড়ীর সংখ্যা ২৭টি। ২০/০৬/২০১০ তারিখে ২০টি গাড়ী অকেজো ঘোষণা করা হয়। ২০১০-২০১১ ০৩টি, ২০১১-২০১২ ০৫টি এবং ২০১২-২০১৩ ০৫টি সহ মোট ১৩ টি নতুন গাড়ী সংগ্রহ/ক্রয় করা হলেও পরিচালনাপর্ষদ কর্তৃক TO&E তে গাড়ীর সংখ্যা পুনঃ নির্ধারণ করা হয়নি। বর্তমানে মোট গাড়ীর সংখ্যা ৭২ টি যাহা TO&E ভুক্ত সংখ্যা হতে (৭২-২৭) = ৪৫ টি গাড়ী বেশী। নতুন সংগৃহীত/ক্রয়কৃত গাড়ীগুলো অকেজো ঘোষিত গাড়ীর প্রতিস্থাপিত কি না তা সুস্পষ্ট নয়।

অনিয়মের কারণঃ

- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫/১১/১৯৯৯ তারিখের নং- ম (পরি)প-৫/৯৮,১৫৮(২০০) সংখ্যক স্মারক মোতাবেক অকেজো ঘোষিত গাড়ীগুলোর নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়নি।
- ঘোষিত মোটরযান নীতিমালা অনুযায়ী অকেজো গাড়ীসমূহের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর মোটরযান সমূহের সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণপূর্বক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়নি। ২০১০ সালের অকেজো ঘোষিত গাড়িগুলো এখনও চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা হয়নি।
- TO&E তে গাড়ীর সংখ্যা পুনঃ নির্ধারণ না করে এবং TO&E বহির্ভূত অতিরিক্ত গাড়ী থাকা সত্ত্বেও পুনরায় ১৩টি গাড়ী সংগ্রহ করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ২০১২-২০১৩ সালে ০৫টি নতুন গাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের ৮২ এবং ৮৬ তম বোর্ড সভায় অকেজো ঘোষিত ২০টি গাড়ী নিয়ন্ত্রক তার ভান্ডার তেজগাঁও, ঢাকাকে নিলামে বিক্রির জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, ২০ টি গাড়ী নিলামে বিক্রির জন্য নিয়ন্ত্রক তারভান্ডার তেজগাঁও ঢাকাকে পত্র লেখা হলেও অর্গানোগ্রামভুক্ত গাড়ীর সংখ্যা হতে (৪৫- ২০) = ২৫ টি গাড়ী বেশী থাকে যার ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। সর্বোপরি আপত্তি মোতাবেক সম্পদ সংগ্রহ খাতে অর্গানোগ্রাম বহির্ভূত ৫ টি নতুন গাড়ী ক্রয়ে ৩,১৬,৫৮,০০০/- টাকা ব্যয়ের কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানগণকে বিষয়টি অবহিত করা হলে তারা যে জবাব প্রদান করেন তা গ্রহণযোগ্য

না হওয়ায় বিষয়টির উপর অগ্রিম অনুচ্ছেদ প্রণয়ন করে ২০/৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু নিষ্পত্তিমূলক জবাব না পাওয়ায় ১৬-৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বিষয়টির উপর ১৪/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবর আধাসরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন পক্ষ হতেই নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- TO&E তে গাড়ীর সংখ্যা পুনর্নির্ধারণপূর্বক নতুন সংগৃহীত গাড়ীগুলো TO&E তে অন্তর্ভুক্তিকরণ দরকার অন্যথায় এর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ৯

শিরোনাম ঃ **বিটিসিএল এর ০৮ (আট) টি গাড়ী ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যবহার করায় মেরামত ও জ্বালানী বাবদ ২৬,৩৫,৪৫৪/- টাকা ব্যয়।**

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল (কেন্দ্রীয় কার্যালয়), ঢাকা অফিসের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বই, গাড়ী মেরামতের নথি, জ্বালানী রেজিষ্টার ও গাড়ী মেরামত সংক্রান্ত বিল ভাউচার নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, বিটিসিএল এর ০৮টি গাড়ী ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যবহার করায় (গাড়ী মেরামত বাবদ ৫,৫১,১২৬/- এবং জ্বালানী বাবদ ২০,৮৪,৩২৮/-) মোট ২৬,৩৫,৪৫৪/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রাধিকার অনুযায়ী মন্ত্রণালয় কর্তৃক যানবাহনের সুবিধা পেয়ে থাকেন। তদুপরি বিটিসিএল এর গাড়ী ব্যবহার করার কারণে জ্বালানী ও মেরামত বাবদ অনিয়মিতভাবে ২৬,৩৫,৪৫৪/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-'৯' (জ) সংযুক্ত)**।

অনিয়মের কারণঃ

- এক দপ্তরের গাড়ী অন্য দপ্তরে ব্যবহার করায় মেরামত ও জ্বালানী খরচ বাবদ এ অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিটিসিএল কর্তৃক বরাদ্দের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে গাড়ী সরবরাহ করায় মেরামত ও জ্বালানী বাবদ ব্যয় হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ, প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় হতে যানবাহন সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য ক্ষেত্রে বিটিসিএল এর গাড়ী বরাদ্দ করায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অনিয়মিতভাবে দ্বৈত সুবিধা ভোগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানগণকে বিষয়টি অবহিত করা হলে তারা যে জবাব প্রদান করেন তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় বিষয়টির উপর অগ্রিম অনুচ্ছেদ প্রণয়ন করে ২০/৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু নিষ্পত্তিমূলক জবাব না পাওয়ায় ১৬-৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বিষয়টির উপর ১৪/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এর বরাবর আধাসরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন পক্ষ হতেই নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ অনিয়মিতভাবে বরাদ্দকৃত গাড়ী প্রত্যাহারপূর্বক গাড়ী মেরামত এবং জ্বালানী বাবদ ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১০ ঃ

শিরোনাম ঃ প্রধান ডাকঘরের আওতাধীন ৩৯ টি শাখা অফিসের ক্যাশ রেমিটেন্স বাবদ প্রেরিত ১,২৩,৫৮,৮৭৫/- টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণ ঃ

- পোস্ট মাস্টার প্রধান ডাকঘর, বাগেরহাট অফিসের আওতাধীন ৩৯ টি বিও অফিসের ২০১২-২০১৩ হিসাব সালের ক্যাশ বহি ও প্রশাসনিক নথি যাচাইকালে দেখা যায় যে, পোস্টাল অপারেটর জনাব ভব রঞ্জন পাল কর্তৃক ১,২৩,৫৮,৮৭৫/- টাকা আত্মসাৎ এর দায়ে তাকে চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

- এতদসংক্রান্ত সমূদয় নথি ও রেকর্ডপত্র না পাওয়ায় বিষয়টি বিস্তারিত নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কে কে এই আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত, কে কত টাকা আত্মসাৎ করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- যথাযথভাবে বিভাগীয় তদারকি না করায় এ আত্মসাৎ সংগঠিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এ সংক্রান্ত সমুদয় রেকর্ডপত্র বিভাগীয় অফিস জব্দ করে তদন্ত করছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- যথাযথভাবে বিভাগীয় তদারকি না করায় এ আত্মসাৎ সংগঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহকে অবহিত করলেও মীমাংসামূলক জবাব পাওয়া যায়নি। বিষয়টির উপর অগ্রিম অনুচ্ছেদ প্রণয়ন করে ১০-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৭-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবর আধা-সরকারিপত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আত্মসাৎকৃত টাকা আদায় এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
১৯/০১/২০১৭
(কল্যাণী তালুকদার)
মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।